International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-IV, July 2023, Page No.37-42
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i4.2023.37-42

সংস্কৃত সাহিত্যে পুরাণের প্রাসঙ্গিকতা

শুভাশীষ ঘোষ
গবেষক, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, ঝাড়খন্ড, ভারত

Abstract:

The contribution of the Purana is incontestable in Vedic sahitya and Loukik sahitya. A transparent view of the Lokadharma along with the higher doctrines of religious ideals is blossomed in the Purana sahitya. In a word the religious beliefs of the common people, social practices, justice, belief of fear, superstitions, ideals and principles - all have been depicted in these Puranas. According to the Puranic religious doctrine, truth and ahimsa are the best religion. This truth is not only a higher spiritual consciousness but also a mental purification of the activitiesi.eKarika and ofspeech i.eVachik. The experts on the Purana said that absolution and peace cleanse the dirt of mind, devotion and vairagya Make the mind of human beings pure. The restrain over sexualityi.ekama and anger i.ekrodhatames the internal enemy's i.erepus of life. As the Puranas depict the confluence of diverse religious ways, we also get the feel of the unity in the Purana. So, we can infer that as far as human beings maintain friendship to each other, the study of the Puranas will go on like ever-flowing River. As the Vedas are called Apourusao, the Puranas are called sruti many tales, anecdotes, philosophical doctrine, old sagas i.epurabitta have been wired organically with the Puranas. Actually Veda, Sutra sahitya, the Ramayana, Dharmasutra, Smriti and historical elements are also unique in Purana.Many tales of the Mahabharata and the whole Haribansa are really tinged with the ideas of the Purana. Totally Vedic sahitya, history, the Ramayana, the Mahabharata, philosophy, Smritisastra, Arthasastra, Kamasastra and infinite number of elements all these things form the entire purana sahitya. The very sensibilities of Indian tradition and culture have been recorded in the Purana sahitya.

Keywords: Vedic Sahitya, History, Ramayana, The Mahabharata, philosophy, Smitisastra.

পুরাকালের ইতিহাসই হল পুরাণ। তাই অতীতের এহেন বিষয় নেই যা পুরাণে বর্ণিত হয়নি।পুরাণের উদ্ভাবিত আধ্যাত্মিকতার হাত ধরে কিন্তু পুরাণে যে তথ্য উপস্থাপিত হয়েছে তা ভারতীয় তথ্যকোষকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে কাব্য দর্শন স্মৃতি নৈতিকতা রাজনীতি সমাজনীতি এবং ভৌগোলিক নীতির সমন্বয় ঘটেছে। তাই পুরান ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিল।

বেদের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব পুরাণে এসে দেব নির্ভর হয়ে পড়ে। তাই আধ্যাত্মিকতার আড়ালে দেবনির্ভর পুরাণসাহিত্য তাত্ত্বিক আলোচনার থেকেও তথ্যভিত্তিক এবং উৎসভিত্তিক আলোচনায় পূর্ণ হয়। পুরাণের সংখ্যা অনেক হলেও ১৮টি মহাপুরাণ এবং ১৮টি উপপুরাণই প্রসিদ্ধ। সভ্যতার সেই ভোরবেলা থেকেই মানুষ চির অনুসন্ধিৎসু। মানুষের সেই অনুসন্ধিৎসা কখনো স্বপ্নের মত পাখা মেলে, অজানাকে খুঁজেছে, কখনো বা বাস্তবের মাটিতে আচঁড় কেটে জীবন ও জগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা করেছে। যে ব্যাখ্যা ভারতবর্ষকে জাহ্নবী প্রবাহের দৌর গোড়ায় স্থান দিয়েছে, সেই জাহ্নবী প্রবাহের সাক্ষী হয়ে আছে অনেক অনুভূতি। সেই অনুভূতির চরমতম সাক্ষী হল পুরাণ সাহিত্য।

বেদ হল ভারতীয় সাহিত্যের মণিময় মুকুট। বেদ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, তাই মনু বলেছেন- "সর্বজ্ঞানময়ো হি সঃ"।[1] আবার বেদ হল ধর্মের মূল- 'বেদোঽখিলো ধর্মোমূলম'[2] । এই বৈদিক সাহিত্যের পশ্চাতে যে গ্রন্থগুলির দ্বারা হিন্দুধর্ম অধিক প্রভাবিত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে পুরাণ। যদিও হিন্দুধর্মের মূল স্রোত বেদকে মানা হয় তবুও বর্তমান হিন্দু সমাজের ধর্ম প্রাধান্যতা পৌরাণিক। ভারতীয় ধার্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্যক্ জ্ঞান এর জন্য এবং ভারতীয় শিক্ষা এবং সংস্কৃতির জন্য সর্ব প্রামাণিক গ্রন্থ বেদ এর যেরূপ মহত্ত্ব পুরাণেরও সেরূপ মহত্ত্ব। এই জন্য স্কন্ধপুরাণে পুরাণকে পঞ্চমবেদ রূপে স্বীকার করা হয়েছে-

"পুরাণং পঞ্চমোবেদ হতি ব্রহ্মানুশাসনম্"।[3]

বস্তুতঃ বেদে নিহিত জ্ঞান জনসাধারণের জন্য অত্যন্ত গূঢ়। অতএব ভারতীয় সাহিত্যে, প্রাচীন গ্রন্থরূপে বেদকে নির্বাচন করা হলেও বেদের উক্ত জ্ঞান ও বর্ণিত ধর্মকর্মাদি সকলের বোধগম্য না হওয়ায় তথা বেদ প্রসূত জ্ঞানকে সুলভ আকারে সকলের নিকট পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে সাহিত্যের জন্ম তাই পুরাণরূপে বিবেচিত। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থে ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা বেদের অর্থ অনুধাবনের কথা বলা হয়েছে। ইতিহাস- পুরাণাদি বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিকে বেদও ভয় পেয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েত্।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মামযং প্রহরিষ্যতি"।।[4]

সেজন্য পুরাণের সম্যক্ জ্ঞান অত্যন্ত আবশ্যক এবং মহত্ত্বপূর্ণ। বেদের উত্তরাধিকারী রূপে পুরাণই অধিক গ্রহনীয়। পুরাণ বেদের সমান পবিত্র ও পুরাণ এই রূপ সত্যের দ্যোতক যে প্রাচীনকাল থেকেই জগৎগুরু এবং ভারতীয় প্রাচীনকালে আধিভৌতিক, আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চশিখরে বিরাজমান ছিল। পুরাণ কেবলমাত্র ইতিহাস নয় তবুও পুরাণে বিশ্বকল্যাণকারীর ত্রিবিধ উন্নতির মার্গও প্রদর্শিত হয়েছে। বর্তমান সময়ে ভারতীয়দের হৃদয়ে ভক্তি, জ্ঞান, সদাচার তথা ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করার শ্রেয় পুরাণেরই লক্ষ্য। বস্তুতঃ মানুষের জীবনের প্রমুখ লক্ষ্য ভগবৎ প্রাপ্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি। মোক্ষপ্রাপ্তির সুলভ সাধন হল পুরাণ। ভাগবতপুরাণে তাই বলা হয়েছে-

"তত্রাপি মোক্ষ এবার্থ আত্যন্তিকতয়েষ্যতে"।[5]

---

[1] মনুস্মৃতি-২.৭

[2]মনুস্মৃতি -২.৬

[3] স্কন্ধপুরাণম্, রেবা খণ্ড- ১.১৮

[4] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্-১.১.১৭৯, মহাভারত, আদিপর্ব-১.২০৪

সেই জন্য সকল শাস্ত্রে পুরাণের গৌরবকীর্ত্তন করা হয়েছে।'পুরাণ' শব্দটি নামের দ্বারাই নিজের প্রাচীনতা সিদ্ধ করে। 'পুরাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা পাণিনি, যাস্ক তথা স্বয়ং পুরাণেও বর্ণিত হয়েছে। ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে 'পুরাণ' শব্দের ব্যুৎপত্তি- 'পুরাভবং' অর্থাৎ পুরাতন ঘটনা। 'পুরা'- এক অব্যয় পদ আর এর অর্থ হল 'অত্যন্ত প্রাচীন'। অতএব পুরাভব এই বিগ্রহ থেকে পুরা অব্যয়ের 'सायं चिरं प्राह्णेप्रगेहव्ययेभ्यष्ट्युट् युलौतुट् च'[6] এই সূত্র থেকে ট্যু প্রত্যয়ের অনন্তর ট কারকে ইৎ সংজ্ঞা এবং লোপ, এখানে 'पूर्वकालौकसर्वजरतपुराणव केवलाः समानाधिकरणेन'[7] থেকে নিপাতনে তুট্ এর অভাব হয়। 'পুরা+ যু' এই স্থিতিতে 'যুবোরণাকৌ' সূত্র থেকে যু কে অন্ তথা 'अटकुप्वाङ' থেকে ণত্ব করে 'পুরাণ' শব্দ গঠিত হয়। শাস্ত্র বিশেষণের ক্ষেত্রে পুরাণ নপুংসক লিঙ্গে প্রযুক্ত হয়।

পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি যাস্কাচার্য নিজ নিরূক্ত নামক গ্রন্থে পুরাণ শব্দের নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন-

'पुराणं कस्मात्? पुरा नवं भवति। न वर्तमान काले'[8]

অর্থাৎ পুরাণ কেন বলা হয় এই জন্য যা প্রাচীনত্ব হয়েও নতুনত্ব বিশিষ্ট এবং যা অত্যন্ত প্রাচীনকালেও নবীনত্ব। বায়ুপুরাণে পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি এই রূপ করা হয়েছে-

''यस्मात् पुरा ह्यनीतीदं पुराणं तेन तत्स्मृतम्।
निरूक्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते''।।[9]

অর্থাৎ যেহেতু ইহা পুরাকালে ছিল, এই জন্য ইহার নাম পুরাণ। পুরাণ শব্দের এই নিরূক্তি যে জানে, তাহারও সর্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। মৎস্যপুরাণে পুরাণ শব্দ সৌন্দর্ভে উল্লিখিত হয়েছে- যে বিদ্যান লোক পুরাণকে পুরাতন কল্প কথা রূপে স্বীকার করেছেন-

'पुरातनस्य कल्पस्य पुराणानि विदुर्बुधाः'।[10]

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে বলা হয়েছে-

'यस्मात् पुरा ह्यभूच्चैततपुराणं तेन तत्स्मृतम्'।[11]

অর্থাৎ প্রাচীনকালেও এই রূপ হয়েছিল। পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তিতে 'पुराणात् पुराणम्'[12] অন্যতম ব্যুৎপত্তি। যার অভিপ্রায় হল বেদার্থের পূরক হওয়ার জন্যই 'পুরাণ' এই রূপ নামকরণ হয়েছে। অতএব যে ব্যাক্তির পুরাণ শব্দের ব্যুৎপত্তি জ্ঞান নেই সে পুরাণকে নবীন বলে মনে করবে। কিন্তু বিদ্বান ব্যাক্তিরা পুরাণের ব্যুৎপত্তি থেকেই পুরাণের প্রাচীনত্ব স্বীকার করেছেন।

---

[5] শ্রীমদ্ভাগবতপুরাণম্-৪.২২.৩৫
[6] পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী-৪.২২.৩৫
[7] পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী -২.১.৪৯
[8] নিরুক্ত-৩.১৯.২৪
[9] বায়ুপুরাণম্-১.২০২
[10] মৎস্যপুরাণম্-৫৩.৭২
[11] ব্রহ্মাণ্ডপুরাণম্-১.১.১৭৩
[12] বলদেব উপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্য কা ইতিহাস, পৃষ্ঠা-৮০

বৈদিক কাল থেকেই ঋষি- মহর্ষিরা নিজেদের গ্রন্থে আদরপূর্বক পুরাণের উল্লেখ করেছেন। পুরাণে বর্ণিত ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় উপদেশের কারণেই সম্পূর্ণ সংসারে হিন্দু সমাজ আর্বিভাব কাল থেকে আজও পর্যন্ত অমর এবং সংসারের সভ্য জাতীতে অগ্রণী। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, বৈদিক সাহিত্যের সকল বেদাঙ্গ, সূত্র, প্রাতিশাখ্যাদি পুরাণকে বেদের সমসাময়িক হওয়ার প্রমাণ প্রস্তুত করেছে। বৈদিক সাহিত্যে পুরাণের উল্লেখ বেদের সমকালীনতা সিদ্ধ করে।

বেদ অধ্যয়ন করে এরূপ জ্ঞাত হয় যে পুরাণ শব্দের উল্লেখ ঋগ্বেদ থেকেই প্রারম্ভ হয়। বস্তুতঃ ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে পুরাণ শব্দের প্রয়োগ উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদপ্রযুক্ত পুরাণ শব্দ কেবলমাত্র ‘পুরাতন’ এইরূপ অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করে। এখান থেকে সিদ্ধ হয় যে বৈদিক কালে কিছু এরূপ গাথা বিদ্যমান ছিল, যার উদয় অনেক প্রাচীন কালেই হয়েছিল।

বস্তুতঃ ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে পুরাণ শব্দের প্রয়োগ উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ঋগ্বেদপ্রযুক্ত পুরাণ শব্দ কেবলমাত্র ‘পুরাতন’ এইরূপ অভিপ্রায়কে ব্যক্ত করে। এখান থেকে সিদ্ধ হয় যে বৈদিক কালে কিছু এরূপ গাথা বিদ্যমান ছিল, যার উদয় অনেক প্রাচীন কালেই হয়েছিল।

আরণ্যক এবং উপনিষদ গ্রন্থের অধ্যয়ন থেকে জানতে পারি যে সংহিতা উত্তর যুগে বেদের সমান পুরাণেরও অস্তিত্ব সমানভাবে গৃহিত হয়েছিল। পুরাণের উৎপত্তির ও বেদের সমান পরম ব্রহ্ম থেকেই মানা হয়েছে। অতএব পুরাণকেও বেদের সদৃশ নিত্য মানা হয় এবং ঐ সময় পুরাণের বহুত্বের কল্পনা স্বীকরণীয়। রামায়ণ এবং মহাভারতে পুরাণের অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তার বিস্তারও উল্লিখিত হয়েছে। আর ঐ সময়ের মনুষ্য কেবল পুরাণের সামান্য পরিচয়ই নয় অপিতু বর্ণনীয় বিষয় এবং সংখ্যার সম্যকরূপে অবগত ছিলেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র যুগে পুরাণের মহত্ত্ব বিদ্যমান ছিল। কারণ পুরাণে বিদ্যমান সদাচার সম্বন্ধী উপদেশ দিয়ে কুমার্গে গত রাজাকে সুমার্গে আনা হত।

স্মৃতি গ্রন্থে বর্ণিত পুরাণের বর্ণনা থেকে জ্ঞাত হয় যে, ঐ সময়ে যেমন বেদের অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল অনুরূপ ভাবে পুরাণেরও অধ্যয়ন প্রচলিত ছিল। কোন মনুষ্যকে ঐ সময়ে বেদজ্ঞ রূপে স্বীকার করা হত না যতক্ষণ পর্যন্ত না, তিনি পুরাণের অধ্যয়ন তথা মনন করেছেন। সেই কারণে বেদ অধ্যয়নের জন্য পুরাণের অধ্যয়ণ অনিবার্য। অতএব আমরা বলতে পারি যে স্মৃতি যুগেও পুরাণের গৌরব প্রাপ্ত ছিল। নীতিশাস্ত্র গ্রন্থেও পুরাণের পর্যাপ্ত সম্মান দৃষ্টিগোচর হয়। দর্শন গ্রন্থে প্রদত্ত পুরাণ সম্বন্ধিত উদাহরণ থেকে পুরাণের বিষয় তথা স্বরূপ সম্পর্কে আমরা অধিক অবগত হয়।

বস্তুতঃ দার্শনিকরা নিজ গ্রন্থ তথা টীকাতে পুরাণের যে স্বরূপ উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান উপলব্ধ পুরাণ থেকে ভিন্ন নয়। ফলতঃ এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ঐ সময় দার্শনিক আচার্যরা পুরাণের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং পুরাণকে সম্মানের সঙ্গে দেখতেন। সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রও পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত। কাব্যশাস্ত্রে অনেক স্থানে পুরাণের কথা তথা পুরাণের উপলব্ধ শ্লোকের বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষত কাব্যশাস্ত্রে ছন্দ অলংকার রস রীতি গুণ অভিধান কোষ প্রভৃতির স্থানে অগ্নিপুরাণের প্রাধান্য দেখা যায়। সর্বোপরি এই অগ্নিপুরাণকেই সাহিত্যতত্ত্বের আকরগ্রন্থ বলে আমরা পরিচিতি পাই। বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, সূত্রগ্রন্থ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র, স্মৃতিগ্রন্থ, দর্শনগ্রন্থ, নীতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র গ্রন্থ আদিতে পুরাণের বর্ণনা প্রাপ্ত হয়। এখান থেকে জানা যায় যে পুরাণের উদয় বৈদিককাল থেকে আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু

এই রূপ উদয় কেবলমাত্র সামান্য মৌখিক পরম্পরা থেকে স্বীকার্য। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পুরাণের বিকাশ প্রারম্ভ হয়েছিল। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে পুরাণের সংখ্যা তথা বর্ণ বিষয়ের কিছু সংকেত দেওয়া হয়েছিল। রামায়ণ তথা মহাভারতে পুরাণের কেবলমাত্র সামান্য উল্লেখই নয়, অপিতু পুরাণের সংখ্যা বর্ণনীয় বিষয় তথা পুরাণের উপযোগিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। আচার্য কৌটিল্য কেবল পুরাণই নয় বস্তুতঃ পুরাণের জ্ঞাতাকে পৌরাণিক নামক উপাধি দিয়েছেন। স্মৃতি গ্রন্থতে পুরাণকে ১৪ টি বিদ্যার মধ্যে অন্যতম স্থান দিয়েছেন। মনুস্মৃতিতে শ্রাদ্ধের সময় পুরাণ পাঠ পূর্ণ কর্ম রূপে স্বীকার করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে জপ-যজ্ঞ আদি সিদ্ধির জন্য পুরাণের অধ্যয়ন তথা মনন এর আবশ্যিকতা স্বীকার করেছেন। দার্শনিক গ্রন্থাকাররাও নিজ গ্রন্থে পুরাণ তথা পুরাণের মহত্ত্ব উল্লেখ করেছেন। বাণভট্ট কাদম্বরী এবং হর্ষচরিতে পুরাণের উল্লেখ করে পুরাণের স্বরূপ এর পরিচয় দিয়েছেন যা বর্তমান প্রচলিত বায়ুপুরাণ এর থেকে ভিন্ন নয়।

পুরাণের কিছু অংশ প্রবীনতম আর কিছু অংশ পরবর্তীকালে লিখিত- এই রূপ প্রতীত হয়। পুরাণের রচনাকাল নির্ধারণে পুরাণ তথা অন্য গ্রন্থে যত্র তত্র উপলব্ধ হয়- ১. পুরাণ ঈশ্বরের দ্বারা রচিত, ২. পুরাণ ব্রহ্মার মুখ থেকে উৎপন্ন, ৩. পুরাণ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস দ্বারা রচিত। পুরাণ ঈশ্বর এর দ্বারা সৃষ্ট- এর প্রমাণ আমরা অর্থববেদের এক মন্ত্র থেকে পাই। যেখানে পুরাণের উৎপত্তি উচ্ছিষ্ট অর্থাৎ জগৎ এর শাসনকর্তা পরমাত্মা থেকে। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে পুরাণের উৎপত্তি ব্রহ্মার মুখ থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে-

''পুরাণং সর্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতম্।
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটি প্রবিস্তরম্''।।[13]

পুরাণ ব্যাস দ্বারা রচিত- এই মত প্রায় সকল পুরাণে প্রাপ্ত হয়। দেবীভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হয়েছে যে দ্বাপর যুগের অন্তে লোক কল্যানের জন্য ভগবান বিষ্ণু ব্যাস রূপে অবতার ধারণ করে বেদের বিভাজন এবং পুরাণের রচনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

''দ্বাপরে দ্বাপরে বিষ্ণুর্ব্যাসরূপেণ সর্বদা।
বেদমেকং স বহুধা কুরুতে হিতকাম্যয়া''।।[14]

একই ভাবে মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে-

''কালেনা গ্রহণং দৃষ্টবা পুরাণস্য ততো নৃপ।
ব্যাসরূপমহং কৃত্বা সংহরামি যুগে যুগে।।
চতুর্লক্ষপ্রমাণেন দ্বাপরে দ্বাপরে সদা।
তথাষ্টাদশধা কৃত্বা ভূর্লোকিঽস্মিন্ প্রকাশ্যতে''।।[15]

অর্থাৎ যে কাল প্রবাহ পুরাণের প্রতি মানুষের উদাসীনতা দেখে দ্বাপর যুগের অন্তে মৎস্য ভগবান ব্যাসরূপে প্রকট হয়ে পুরাণের সংক্ষেপ করে চার লক্ষ শ্লোকে করেছেন। যা ১৮ ভাগে বিভক্ত হয়ে পৃথিবী লোকে

[13] মৎস্যপুরাণম্-৩.৩.৩৫

[14] দেবীভাগবৎপুরাণম্-১.৩.১৮

[15] মৎস্যপুরাণম্-৫৩.৮-১০

প্রকাশিত হয়েছে। মহাভারতেও বলা হয়েছে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়নের দ্বারা পুরাণ কথিত হয়েছে যা শুনে দেবতা এবং ব্রহ্মর্ষিরাও প্রশংসা করেছেন।[16]

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে জ্ঞাত হয় যে পুরাণের সংকলণ ব্যাসদেবের দ্বারাই হয়েছিল। দর্শনযোগ্য বিষয় হল যে সমগ্র সংস্কৃতসাহিত্যে পুরাণের অসীম প্রভাব গভীরভাবে বিদ্যমান। যা অনন্তকাল থেকে আজও সমাজের ছত্রে ছত্রে প্রতিফলিত হয়ে আসছে।

সন্দর্ভ গ্রন্থসূচী (Bibliography):

মূলগ্রন্থ:

১। ঋগ্বেদ : স্বামী দয়ানন্দ ভাষ্য, বৈদিক পুস্তকালয়, দয়ানন্দ আশ্রম, কেশরগঞ্জ, আজমের।
২। : সায়ণ ভাষ্য সহিত, অনু. প. রামগোবিন্দ ত্রিবেদী, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৭।
৩। অথর্ববেদ : সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প. রামস্বরূপ শর্মা গৌড়, চৌখম্বা বিদ্যাভবন, বারাণসী, ২০০৩।
৪। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ : সায়ণ ভাষ্য সহিত, সম্পা. প্রো. পুষ্পেন্দ্র কুমার, নাগ প্রকাশন, দিল্লী, ১৯৯৮।
৫। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্র : হরদত্ত এবং সুদর্শাচার্য টীকা সহিত, হিন্দী অনু. উমেশচন্দ্র পাণ্ডেয়, চৌখম্বা সীরীজ অন
বারাণসী, ১৯৭১।
৬। নিরুক্ত : যাস্ককৃত, প.মুকুন্দ ঝা, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, বারাণসী, ১৯৮৯
৭। নীতিশতকম:বিনোদ কুমার শর্মা, নির্মাণ প্রকাশন, দিল্লী, ২০০৬
৮। মনুস্মৃতি:অনুবাদক পণ্ডিত রামেশ্বর ভট্ট, চৌখম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, দিল্লী, ২০০৭

সহায়ক গ্রন্থাবলী:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, কৌটিলীয়ম্ অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০১০
২। গায়ত্রী, বন্দ্যোপাধ্যায়, সংক্ষিপ্ত মহাভারত, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, ২০১৬
৩। বসু, রাজশেখর, বাল্মীকি রামায়ণ, এম.সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, ১৪১৮
৪। গোস্বামী, বিজয়া, কাব্যপ্রকাশ, সদেশ, কলকাতা, ২০০৬
৫। ভট্টাচার্য্য, শ্যামাপদ, কাদম্বরী, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৬
৬। জানা, সুনীল কুমার, হর্ষচরিতম, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০১৭

[16] মহাভারত, আদিপর্ব-১.১৫